

হত্যাকাণ্ড তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটি গঠন

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিওকেট গতকাল (রবিবার) দুপুরে ভিসির সভাপতিত্বে এক জরুরী সভায় মিলিত হইয়া ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, অফিসার ও কর্মচারীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ অনিদিষ্ট-কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করিয়া (১১শ পৃঃ ডঃ)

কমিটি গঠন

(১ম পৃঃ পর)

বিকাল ৫টার মধ্যে আবাসিক ছাত্র-ছাত্রীদের হল ও হোষ্টেলসমূহ পরিত্যাগের নির্দেশ দেয়।

সিওকেটের সভায় গতকালের সংঘর্ষে নিহত জহুরুল হক হলের ভিপি শহীদুল ইসলাম চুন্নুর প্রাণ-হানিতে শোক প্রকাশ এবং তাহার লাশ দেখিয়া ফিরিবার সময় ভিসির উপর হামলার নিন্দা করা হয়। সিওকেট চুন্নু নিহত হওয়া ও ভিসির উপর আক্রমণের ঘটনা তদন্তের জন্য একটি এবং শনিবার রাতে ফজলুল হক হলে বহিরাগতের মৃত্যুর ঘটনা তদন্তের জন্য আরেকটি কমিটি গঠন করিয়াছে। উভয় কমিটিকে ২০শে মার্চের মধ্যে সিওকেটে রিপোর্ট পেশ করিতে বলা হইয়াছে।

পূর্বরাতে একদফা ও গতকাল দুপুরে একদফা সিওকেট ২০ ঘণ্টার মধ্যে দুইবার উপর্যুপরি বৈঠকে মিলিত হয়। সিওকেট গতকালের ঘটনাবলীতে “গভীর উদ্বেগ, ক্ষোভ ও দুঃখ” প্রকাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে সরকার ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের নিকট হইতে নিশ্চয়তা দাবী করিয়াছে।

শনিবার রাতে সিওকেটের জরুরী সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ছাত্র-লীগ ও ছাত্র দলকে জানাইবার জন্য ভিসি দুই দলের নেতৃবৃন্দকে ডাকিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা কেহ আসে নাই। প্রক্টরের মাধ্যমে সিওকেটের সিদ্ধান্ত তাহাদের নিকট পৌঁছানো হয়। সিওকেটের সভায় ভাইস চ্যান্সেলার আরও জানান, শনিবার রাতে ফজলুল হক হলের তিনতলার ছাদ হইতে এক জন বহিরাগতকে নীচে ফেলিয়া দেওয়া হয়। সে ঘটনায় লে, প্রাণ হারায়।

ভাইস চ্যান্সেলার গতকালের পরিস্থিতি ব্যাখ্যাকালে সিওকেটকে জানান : সোয়াদশটার দিকে কলা ভবন এলাকায় দুইটি ছাত্র দলের মধ্যে তুমুল গোলাগুলি শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে গোলাগুলি বিভিন্ন হল এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে।

ভিসি সিওকেটকে জানান : গোলাগুলিতে জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের সহসভাপতি শহীদুল ইসলাম চুন্নু নিহত হয়। প্রভোষ্টে ও টিউটরগণ এ ঘটনা ভিসিকে জানাইলে তিনি মাইক্রোবাসে করিয়া হল এলাকায় মৃতদেহ দেখিতে যান। মৃতদেহ দেখিয়া ফিরিবার সময় ‘কে-বা-কাহারা’ ইট-পাট-কেল ছুঁড়িলে মাইক্রোবাসের কাঁচ ভাঙ্গিয়া যায়। এই ঘটনার এক পর্যায়ে দৃষ্টিকারীরা বড় একটি পাথর ভিসির গাড়ীর দিকে নিক্ষেপ করিলে তাহার কাঁধে আঘাত লাগে। তিনি আঘাত পান এবং অস্ত্রের জন্য প্রাণে রক্ষা পান।

চুন্নুর প্রাণহানি ও ভিসির উপর আক্রমণের ঘটনা তদন্তের জন্য শহীদুল্লাহ হলের প্রভোষ্টে ডঃ মোহাম্মদ আবদুল আজিজকে চেয়ারম্যান, রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক লেখক ডঃ হুমায়ুন আহমদকে সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরকে সদস্য সচিব করিয়া ৩ সদস্যের কমিটি গঠিত হইয়াছে।

পূর্বরাতে ফজলুল হক হলে বহিরাগতের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘটনা তদন্তের জন্য ফজলুল হক হলের প্রভোষ্টে চেয়ারম্যান, প্রাণ রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনকে সদস্য ও শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটর মোহাম্মদ আলতাক হোসেনকে সদস্য করিয়া ৩ সদস্যের কমিটি গঠিত হইয়াছে।